বাংলাদেশ কী জঙ্গি মৌলবাদী রাষ্ট্র

গোলাম মোর্তোজা

'ঐখানে যাইতে হইলে যুদ্ধের প্রস্তি নিয়া যাইতে অইবো। আমরা সেই প্রস্তি নিতাছি'

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক
সাপ্তাহিক বিচিত্রা : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায়। শিখা চিরন্তনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে ইসলামী ঐক্যজোট। জোটের সভাপতি শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে শিখা অনির্বাণ বিষয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন তিনি। সেই আজিজুল হক এখন রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার। সেদিন তিনি যুদ্ধের প্রস্তি বলতে কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? সেটা আর পরিষ্কার করে বলেননি। কিন্ বারবারই জোর দিয়ে যুদ্ধের প্রস্তি নেয়ার কথা বলেছেন। যুদ্ধের প্রস্তি বলতে আমরা কি বুঝি? বর্তমান সময়ে এসে যুদ্ধের প্রস্তি বলতে সশস্ত্র সংগ্রামকেই বোঝায়। তাহলে কি তারা তখন থেকেই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তি নিচ্ছিলেন?

'তালেবানদের দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমরা তাদের সমর্থন করি। তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তারা ইসলামের জন্য অনেক বড় কাজ করেছে। আমরাও সেভাবে প্রস্তি নিচ্ছি।'

মুফতি ফজলুল হক আমিনী
সাপ্তাহিক ২০০০ : ৯ অক্টোবর ১৯৯৮

মুফতি আমিনী তখন ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব। তিনি আরো স্পষ্ট করে বললেন। তাদের প্রস্তিটা তালেবানদের মতো। তালেবানরা কীভাবে প্রস্তি নিয়েছে, যুদ্ধ করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে। এসে কী করেছে সেটা সবারই জানা।

জঙ্গি মৌলবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত মুফতি আমিনী এবং মাওলানা আজিজুল হকের মধ্যে এখন সম্পর্ক খুবই খারাপ। কিন্ তাদের কর্মকান্ড অভিন্ন। আমিনীও এখন রাষ্ট্র ক্ষমতার অংশীদার, এমপি।

দুই. কথাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা তাদের অনুসারীদের সশস্ত্র ট্রেনিং দিচ্ছেন। তারা মুখে যেটা বলেছেন কাজেও সেটা করছেন। সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসাটাই তাদের টার্গেট।

এই দুটি ব্যাখ্যা নিয়েই অনেক আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশে। কেউ কেউ বলেছে বাংলাদেশে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে গোপনে অস্ত্র নিয়ে ট্রেনিং নেয়া যায়। তারা যদি ট্রেনিং নিতো তাহলে সেটা নিশ্চয়ই জানা যেতো।

আবার অনেকে বলতে চেয়েছে, বাংলাদেশের মাদ্রাসা বিশেষ করে কওমি মাদ্রাসাগুলোয় ছাত্রদের সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে। বেশ বিতর্ক চলেছে বিষয়গুলো নিয়ে।

তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়গুলোকে গুরুত্বের মধ্যে আনেনি।

বাংলাভাই নামে যদি কেউ না-ই থেকে থাকে তাহলে ছবির ভদ্রলোক কে? প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী তাহলে কাকে ধরার নির্দেশ দিলেন? কেন দিলেন? একজন ভালো মানুষকে ধরার নির্দেশ নিশ্চয় তারা দেননি? তাদের নির্দেশ কার্যকর হলো না কেন? একজন এসপি কী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়েও ক্ষমতাবান?

এই দুই নেতার বক্তব্যকে আমরা দুই ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি। এক. এই কথাগুলো তারা বলার জন্যই বলেছেন। আলাদা কোনো গুরুত্ব নেই।

ইসলামী ঐক্যজোট যখন ঢাকার রাস্তায় প্রকাশ্যে মিছিল করে বলেছে, 'আমরা হবো তালেবান, বাংলা হবে আফগান'- তার বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্া নেয়নি আওয়ামী লীগ সরকার। আর বিএনপি তো তাদের

ক্ষমতার অংশীদার করেছে। ক্ষমতায় এসেও তারা তাদের কথা, আচার-আচরণে কোনো পরিবর্তন আনেনি।

তারা এজন্যে বিভিন্ন সময়ে দেশীয় এবং বিদেশের মিডিয়ায় সংবাদ হিসেবে এসেছে। তাদের সশস্ত্র ট্রেনিং বিষয়ে বেশকিছু রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে দেশের পত্র-পত্রিকায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে কিছু জঙ্গি সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে। তারা স্বীকার করেছে মাদ্রাসায় ট্রেনিং নেয়ার কথা। এমন একজন মীর কাশিম। কাশিম পড়াশোনা করেছে চট্টগ্রামের পটিয়ার জামেয়াতুল ইসলামিয়া মাদ্রাসায়। কাশিমসহ একটি গ্রুপ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় ২০০৪ সালের ৪ মে হাটহাজারির জঙ্গল থেকে। মাদ্রাসায় তাকেসহ আরো অনেককে সশস্ত্র ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। তারপর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য একটি গ্রুপ নির্বাচন করে। এই গ্রুপের সদস্য হিসেবে কাশিমকে নিয়ে যাওয়া হয় হাটহাজারির দারুল উলুম মইনুল মাদ্রাসায়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মাদ্রাসা থেকে আরো অনেককে এখানে জড়ো করা হয়। পাহাড়ি জঙ্গলে এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। মিয়ানমারের প্রশিক্ষকরা তাদের প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণের এক পর্যায়ে মীর কাশিমসহ কয়েকজন ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। তখন তার কাছে পাওয়া যায় কাঠের তৈরি একটি একে-৪৭ রাইফেল। প্রশিক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের কাঠের তৈরি অস্ত্র দেয়া হয়। তারপর দেয়া হয় ভারী আসল অস্ত্রের প্রশিক্ষণ। গ্রেনেড ছোঁড়া, বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো... সব বিষয়েই ট্রেনিং দেয়া হয় তাদের। অনেকটা আর্মি ট্রেনিংয়ের মতো। ট্রেনিংয়ের স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হয় চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের গভীর জঙ্গল। পুলিশের কাছে এসব কথা স্বীকার করে মীর কাশিম। মীর কাশিম এখনো জেলে।

কিন্তু মাদ্রাসা ছাত্রদের এই সশস্ত্র ট্রেনিং বিষয়ে আর কোনো তদন্ত হয়নি? বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনরা তদন্ত করে দেখেনি এর পেছনে কারা আছে, ট্রেনিংয়ের টার্গেট কী, কারা ট্রেনিং দেয়, অস্ত্র এবং অর্থের উৎস কী...?

আমিনী, আজিজুল হকদের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার হুমকির সঙ্গে এই ট্রেনিংয়ের কোনো সম্পর্ক আছে কি না, সেটা খতিয়ে দেখা হয়নি? কেন হয়নি এই প্রশ্নের উত্তর যাদের দেয়ার কথা সেই প্রশাসন অদ্ভুত কারণে নির্বিকার। তারা চোখ এবং কান 'সিলগালা' করে বন্ধ রেখেছেন। খোলা রেখেছেন মুখ। বিভিন্ন সময়ে চিৎকার করে বলছেন, বাংলাদেশে কোনো জঙ্গি মৌলবাদী গোষ্ঠী নেই। তালেবানদের কোনো অস্তিত্ব নেই বাংলাদেশে। কিন্তু এই মীর কাশিমদের পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে না। দেশ-বিদেশের মিডিয়ার কাছে বিষয়টির রহস্য দিন দিন ঘনীভূত।

শায়খুল হাদিস মাওলানা আজিজুল হক

মুফতি ফজলুল হক আমিনী

নিজের ঘরে বেড়া ভাঙা থাকলে প্রতিবেশী উঁকি দেবেই। উঁকি ঠেকাতে হলে ঘরের বেড়া ঠিক করতে হবে। আমরা কার্পেটের নিচে ময়লা লুকিয়ে পরিচ্ছন্নতার ভাব করি। ময়লা সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেই না। সমস্যারও সমাধান হয় না

আমিনী-আজিজুল হকদের তত্ত্বাবধানে সারা দেশে প্রায় ৭ হাজার কওমি মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। এ যাবৎকালে যত জঙ্গি সন্ত্রাসী ধরা পড়েছে তাদের প্রায় সবাই এই কওমি মাদ্রাসার ছাত্র। এটা কী আমিনীদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে সম্পৃক্ত?

এর মধ্যে রাজশাহীর বাগমারায় আবির্ভাব ঘটেছে বাংলাভাই নামক এক দানবের। চোখে চশমা, মুখে দাড়ি ইসলামের লেবাসধারী জল্লাদরূপী বাংলাভাই বাহিনী মানুষ হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখতে শুরু করে। যা নিয়ে আলোচনা ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও।

এ রকম অবস্থায় গত ২৩ জানুয়ারি নিউইয়র্ক টাইমস বিস্ফোরণ ঘটায়। মধ্যপন্থী আধুনিক মুসলিম দেশ হিসেবে যাদের কাছে পরিচিতি ছিল বাংলাদেশের, তারাও বিষয়টি অন্যভাবে ভাবতে শুরু করেছে। নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টে বাংলাভাইয়ের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথা বলা হয়েছে। সশস্ত্র ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় আসতে চায় সেটাও তুলে ধরা হয়েছে। অন্যান্য ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোর তৎপরতার ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তালেবানদের মতো পরবর্তী ইসলামী বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশের মৌলবাদী তৎপরতা নিয়ে আগেও বিদেশের বেশ কিছু পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সব সময় তোতা পাখির মতো বলা হয়েছে এসব রিপোর্ট উদ্দেশ্যমূলক, ভিত্তিহীন, বানোয়াট...। এবারও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেছেন একই কথা।

এখন আলোচনার বিষয়, নিউইয়র্ক টাইমস এমন রিপোর্ট করলো কেন? তারচেয়ে বড় প্রশ্ন, এ ধরনের রিপোর্ট কী অপ্রত্যাশিত? মোটেই নয়। বাংলাভাই যখন তার সন্ত্রাসী কর্মকান্ড তীব্রতর করলো তখন প্রধানমন্ত্রী তাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেন। গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিলেন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও। রাজশাহীর পুলিশ প্রশাসন একবার বললেন তাদের কাছে নির্দেশ পৌঁছায়নি। রাজশাহীর এসপি মাসুদ মিয়া বললেন, বাংলাভাই নামে কেউ নেই। অথচ বাংলাভাই বাহিনীর সঙ্গে তার মিটিং করার ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। বাংলাভাই পত্রিকার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে পুলিশ, একজন উপমন্ত্রী, একজন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে তার যোগাযোগের কথা স্বীকার করেছে। পত্রিকায় বাংলাভাইয়ের ছবিসহ সেই সংবাদ ছাপা হয়েছে। আর এসপি মাসুদ মিয়া বললেন, বাংলাভাই নামে কেউ নেই!

বাংলাভাই নামে যদি কেউ না-ই থেকে থাকে তাহলে ছবির ভদ্রলোক কে? প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রী তাহলে কাকে ধরার নির্দেশ দিলেন? কেন দিলেন? একজন ভালো মানুষকে ধরার নির্দেশ নিশ্চয় তারা দেননি? তাদের নির্দেশ কার্যকর হলো না কেন? একজন এসপি কী প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চেয়েও ক্ষমতাবান? মোট কথা, বাংলাভাইকে নিয়ে সরকার লেজেগোবরে অবস্থা তৈরি করেছে দীর্ঘ সময় ধরে। দায়-দায়িত্বহীন কথা এবং কর্মকান্ড করেছে। স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক মিডিয়ার নজরে এসেছে বিষয়টি। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। এ সংবাদ অনুসন্ধানে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা বাংলাদেশে এসেছেন। পরিচয় নিয়ে ভিসা চাইলে অনেককে বাংলাদেশ ভিসা দিতে চায় না।

অনেকে পরিচয় গোপন করে এসেছেন। কাজ করে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করেছেন। যেমনটা করেছে নিউইয়র্ক টাইমস। নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টকে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক। যাই বলা হোক না কেন, এটা কী অস্বীকার করার উপায় আছে যে, এই রিপোর্টের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ সরকার তৈরি করে দিয়েছে? একই বিষয় নিয়ে আরো অনেক দেশের অনেক পত্রিকায় রিপোর্ট হবে, এটা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায়। তখনো সরকার বলবে রিপোর্ট উদ্দেশ্যমূলক। এটা বললেই কী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? এটা বললেই কী সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? সরকার যদি বাংলাভাই বিষয়টি 'জিইয়ে' না রাখতো তাহলে নিশ্চয় নিউইয়র্ক টাইমস এমন রিপোর্ট করতো না।

নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্টকে বলা হচ্ছে উদ্দেশ্যমূলক। যাই বলা হোক না কেন, এটা কী অস্বীকার করার উপায় আছে যে, এই রিপোর্টের প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ সরকার তৈরি করে দিয়েছে?.. সরকার যদি বাংলাভাই বিষয়টি 'জিইয়ে' না রাখতো তাহলে নিশ্চয় নিউইয়র্ক টাইমস এমন রিপোর্ট করতো না

দেশের সংবাদপত্রে যখন ইসলামী জঙ্গি সন্ত্রাসী বাহিনীর খবর প্রকাশিত হচ্ছে, তখন সরকার সেটার তদন্ত করছে না। জোর গলায় বলা হচ্ছে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যে বিরোধী দল এসব সংবাদ প্রচার করছে। দেশের সব মানুষ তো বিরোধী দলের সমর্থক নয়। সব মিডিয়া বিরোধী দলের পক্ষে এমন কথাও কেউ নিশ্চয় বলবে না।

জঙ্গি-মৌলবাদী-তালেবানী সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়- একথা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্ পাশাপাশি এটাও তো ভাবতে হবে যে, ঘটনা ঘটতে থাকবে আর সংবাদ প্রকাশিত হবে না- তাতে কী সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? সংবাদপত্রগুলো জঙ্গি মৌলবাদীদের সংবাদ প্রকাশ করবে না, এতে কী তারা তাদের কর্মকান্ড বন্ধ করে দেবে? এমনটা বিশ্বাস করার নিশ্চয় কোনো কারণ নেই। পত্রিকার দায়িত্ব সংবাদ প্রকাশ করা। সরকারের দায়িত্ব সে বিষয়ে তদন্ত করা, ব্যবস্থা নেয়া। সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রচ্ছদে যে জঙ্গি সন্ত্রাসীর ছবি ব্যবহৃত হয়েছে, এই ছবি আমাদের গোয়েন্দাদের কাছেও আছে। আমরা এই ছবিটি প্রথম প্রকাশ করেছি হাতে পাওয়ার প্রায় এক বছর পর। প্রকাশিত হবার আগের এই এক বছরে কী জঙ্গি সন্ত্রাসীদের কর্মকান্ড থেমে ছিল? নিশ্চয় না। এই সময়ে তারা আরো শক্তিশালী হয়েছে। বর্তমান মিডিয়ার যুগে কোনো কিছুই গোপন রাখা যায় না। আবার ভিত্তি নেই এমন কিছু প্রতিষ্ঠিত করাও কঠিন।

আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই রাখঢাক বিষয়টি প্রবলভাবে রয়ে গেছে। নিজের ঘরে বেড়া ভাঙা থাকলে প্রতিবেশী উঁকি দেবেই। উঁকি ঠেকাতে হলে ঘরের বেড়া ঠিক করতে হবে। আমরা কার্পেটের নিচে ময়লা লুকিয়ে পরিচ্ছন্নতার ভাব করি। ময়লা সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেই না। সমস্যারও সমাধান হয় না।

বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কর্মকান্ড চলছে এটা সত্য। বাংলাভাইয়ের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথাও সত্য। সত্য এটাও যে মাদ্রাসায় জঙ্গি সন্ত্রাসীদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, আমিনীরা রয়েছেন যার নেতৃত্বে। তার চেয়েও বড় সত্য এটা যে এরা সংখ্যায় খুবই কম। জনগণের মাঝে এদের কোনো অবস্থান নেই

কবি শামসুর রাহমান আক্রান্ত হয়েছিলেন জঙ্গি মৌলবাদীদের দ্বারা। ঘটনাটি ধামাচাপা দিয়ে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার কাছে কবি শামসুর রাহমান অনেক বড় একটি বিষয়। তার ব্যাপারে মিডিয়ার আগ্রহ থাকবেই। এর অনুসন্ধানে জঙ্গি মৌলবাদের বিষয় বের হয়ে আসলে ক্ষেপে যাওয়ার কী আছে? কয়েক বছর আগে জয়পুরহাটে একদল জঙ্গি সন্ত্রাসী গ্রেপ্তার হয়েছিল। তারা একটি ইসলামী জঙ্গি সংগঠনের সদস্য হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিয়েছিল। সরকার কেন বিষয়টি তদন্ত করেনি?

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'বড় হুজুর'-এর নেতৃত্বে মৌলবাদের তান্ডব চলছে কয়েক বছর ধরে। মুফতি ফজলুল হক আমিনী যার নেপথ্য নায়ক। এর বিরুদ্ধে সরকারের কোনো পদক্ষেপের কথা আমরা জানি না। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছে। খতমে নবুওত নামক একদল মোল্লা প্রকাশ্যে তান্ডব চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে। খতমে নবুওতের অন্যায়, অমানবিক এবং সংবিধান বিরোধী দাবির পক্ষে সরকারের অবস্থান। বিষয়টি আন্তর্জাতিক মিডিয়ার অজানা নয়। আহমদিয়াদের ধর্মীয় পুস্তক নিষিদ্ধ করার বিষয়টি সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে। সরকার যদি খতমে নবুওতের পক্ষ নিয়ে কাজ করে তাহলে বাংলাদেশকে ধর্মীয় মৌলবাদী দেশ বলা হবে এতে আর অবাক হবার কী আছে?

তসলিমা নাসরিনকে কেন্দ্র করে আমাদের মৌলবাদী আমিনীদের কর্মকান্ড বিশ্বব্যাপী আলোচিত হয়েছে। তসলিমা নাসরিন কী লেখেন, ভালো না খারাপ, ন্যায় না অন্যায়- সেটা ভিন্ন আলোচনা। সারা পৃথিবী জেনেছে তসলিমা নাসরিন একজন লেখক। তাকে হত্যা করতে চাইছে একদল ইসলামী মৌলবাদী। এই বিষয়গুলো মোকাবিলায় সরকারগুলো চরম উদাসীন এবং নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে।

মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত হয়ে আসা রোহিঙ্গারা কক্সবাজার এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে সন্ত্রাসী রাজত্ব কায়েম করেছে। অবৈধ অস্ত্র এবং ড্রাগ ব্যবসার নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে এদের মাধ্যমে। মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে বান্দরবান অঞ্চল। মিয়ানমারের এই গ্রুপগুলো বান্দরবানের গভীর জঙ্গলে আস্তানা গড়ে তুলেছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে চট্টগ্রামের কওমি মাদ্রাসাগুলোর। অর্থের বিনিময়ে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের সশস্ত্র ট্রেনিং দিচ্ছে তারা। ট্রেনিং পেয়ে ছোট ছোট গ্রুপে তারা ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশে। তারা অস্ত্রও কিনছে মিয়ানমারের বিদ্রোহীদের কাছ থেকে।

আমাদের সামরিক বাহিনী বান্দরবান থেকে মাঝে মধ্যে ভারী কিছু অস্ত্র উদ্ধার করছে। কিন্ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারছে না। গ্রেপ্তার করতে

চাইছে কী না সেটা নিয়েও প্রশ্ন আছে। উদ্ধার করা অস্ত্রগুলো কাদের সেটা নিয়েও কথা বলছে না। সবকিছুতেই অদ্ভুত গোপনীয়তা। সরকার নীরব। নীরব থাকলেই যে সব ঠিক হয়ে যায় না তার প্রমাণ নিউইয়র্ক টাইমসের রিপোর্ট।

বাংলাদেশের আশিভাগেরও বেশি মানুষ বাস করেন গ্রামে। তারা কৃষক। কঠোর পরিশ্রম করে ফসল ফলান। সেই ফসল খেয়ে আমরা বেঁচে থাকি। তারা ধার্মিক। নামাজ রোজা করেন। মন্দির গির্জায় যান। তারা প্রতিক্রিয়াশীল নন। আমার আপনার মতো শিক্ষিতের চেয়ে অনেক বেশি প্রগতিশীল। তাদের ওপর নির্ভর করে টিকে আছে বাংলাদেশ।

পনেরো বিশ ভাগ তথাকথিত শিক্ষিতরা আমরা বারবার তাদের নানা অপবাদ দিয়ে পরিচিত করছি। কখনো বিশ্বের এক নম্বর দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। কখনো এরা জঙ্গি ইসলামী মৌলবাদী। শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতা এবং ব্যর্থতার দায়ভারে তারা কেন নাজেহাল হবেন? তাদেরকে কেন দুর্নীতিবাজ বলা হবে, কেনই বা বলা হবে মৌলবাদী? তাদের দুর্নীতিবাজ বা মৌলবাদী বলার অধিকার আমাদের নেই। থাকা উচিত নয়। এই সত্যটা শাসকগোষ্ঠীর এখন উপলব্ধি করতে হবে।

বাংলাদেশে ইসলামী মৌলবাদী জঙ্গি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর কর্মকান্ড চলছে এটা সত্য। বাংলাভাইয়ের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের কথাও সত্য। সত্য এটাও যে মাদ্রাসায় জঙ্গি সন্ত্রাসীদের ট্রেনিং দেয়া হচ্ছে, আমিনীরা রয়েছেন যার নেতৃত্বে। তার চেয়েও বড় সত্য এটা যে এরা সংখ্যায় খুবই কম। জনগণের মাঝে এদের কোনো অবস্থান নেই। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি নেই এদের। সরকার চাইলে এখনই এদের নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূল করতে পারে। চাইলে এই কাজটি সহজেই করা সম্ভব। সরকার কী এটা চায় বা চাইবে?

সরকার কী চায়- দেশের মানুষ সে

রাজশাহীর বাগমারায় গ্রেফতারকৃত বাংলাভাই ক্যাডার বাহিনীর কয়েকজন

মিয়ানমারের বিচ্ছিন্নতাবাদী গ্রুপগুলোর অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে বান্দরবান অঞ্চল। মিয়ানমারের এই গ্রুপগুলো বান্দরবানের গভীর জঙ্গলে আস্তানা গড়ে তুলেছে। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে চট্টগ্রামের কওমি মাদ্রাসাগুলোর। অর্থের বিনিময়ে কওমি মাদ্রাসার ছাত্রদের সশস্ত্র ট্রেনিং দিচ্ছে তারা

বিষয়ে ঠিক পরিষ্কার নয়। বিএনপির মতো এতোবড় শক্তিশালী একটি দল কেন ক্রমশ মৌলবাদের পেটে ঢুকে যাচ্ছে সেটা মানুষ বুঝতে পারছে। র‍্যাব অন্য সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যে আচরণ করছে জঙ্গি মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন আচরণ করছে কেন? কেন জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসীরা ক্রসফায়ার আওতামুক্ত? বাংলাভাই সন্ত্রাসীদের ক্ষেত্রে ক্রসফায়ার কার্যকর হচ্ছে না কেন? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে চায় দেশের মানুষ। কে দেবে উত্তর? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি কী বিষয়টি একটু ভেবে দেখবেন? র‍্যাব দিয়ে সন্ত্রাস দমনে সাফল্যের পরেও মৌলবাদীরা আপনাকে যে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে সেটা কী আপনি বুঝতে পারছেন?

আমিনীরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে তাতে তারা সারা জীবন দুর্বল থাকবে না। বিশেষ করে সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে ক্রমেই তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে। বাংলাদেশ জঙ্গি মৌলবাদী রাষ্ট্র কী না- সেটা নিয়ে এখন বিতর্ক করা যায়। পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি অনেক। কিন্ যে অবস্া চলছে তাতে আগামী পাঁচ-দশ বছরের মধ্যে চিত্র পুরোপুরি বদলে যেতে পারে। আগামী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জোট সরকার ক্ষমতায় আসলে মৌলবাদীরা আরো শক্তিশালী হবে, সন্দেহ নেই। যদি ক্ষমতায় নাও আসে, আওয়ামী লীগও যদি ক্ষমতায় আসে তাতে কী অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে? পূর্ব অভিজ্ঞতা যা বলে তাতে এক্ষেত্রেও আশাবাদী হবার কারণ নেই। অতীতে আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় ছিল তখনও মৌলবাদীরা শক্তিশালী হয়েছে। লেখার শুরুতেই সেটা বলা হয়েছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে হয়তো বলা যায় বাংলাদেশ জঙ্গি মৌলবাদী রাষ্ট্র নয়। ভবিষ্যতে এমন দাবি সম্ভবত আমরা করতে পারবো না। ভোটের রাজনীতিতে বিএনপি আওয়ামী লীগ নিজেদের ব্যর্থতায় জিম্মি হয়ে পড়ছে মৌলবাদের কাছে। যার খেসরাত দিতে হবে জনগণকে।